35

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...14 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ঢাকা ভার্সিটির বেশ কিছু তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে

মুজতবা খন্দকার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত বেশ কিছু তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে। এই রিপোর্টগুলির তদন্ত কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে ২৫টি ছোট বড় ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। বাকিগুলোর ব্যাপারেও আলোচনা চলছে। গত ২৫ বছরে যে সকল তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে তার সব হিসাব কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। ১৯৮৬ সালের পর এ পর্যন্ত যে সকল তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে তার মধ্যে থেকেই ২৫টি রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে।

১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের ১০ আগস্ট পর্যন্ত গঠিত তদন্ত কমিটির সংখ্যা ২২৫টি। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তদন্ত রিপোর্টের সংখ্যা মাত্র ৫টি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত হত্যাকান্ড, সন্ত্রাস, পরীক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগ, উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজে দুর্নীতি, অনিয়ম, বিভিন্ন ধরনের ঘাপলা, শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তাদের অনিয়ম, দুর্নীতি এবং অশালীন ব্যবহারের ঘটনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে এসব তদন্ত কমিটি গঠিত হয়।

যে ৫টি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তার সর্বশেষ হচ্ছে গত মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষ "খ" ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ সংক্রান্ত। এছাড়া অন্য

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির বেশ কিছু তদন্ত রিপোর্ট

যে ৪টি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে ঃ ১৯৮৭ সালে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য অভিযুক্ত ছাত্রদের সম্পর্কে গঠিত কমিটির রিপোর্ট— ঐ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে জহুরুল হক হলে একজন ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট– রিপোর্টে বলা হয় এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি, তবে রিপোর্টে হলের ঐ কক্ষটিতে একজন ছাত্রী যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এটি প্রকাশ করা হয়। অন্য দুটি তদন্ত কমিটির রিপোর্টে অভিযুক্ত ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে দেয়া হয়নি। সূত্র জানান, কর্মকর্তাদের বিষয় নিয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও গৃহীত হয়নি।

যে ২৫টি তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে তার মধ্যে ১০টি তদন্ত কমিটি বিভাগীয় পর্যায়ের। ১৫টি কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে ৭টির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত ছিলেন।

হঠাৎ কেন এসব অপ্রকাশিত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে– এ প্রশ্নের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা ভার্সিটি সম্পর্কে অমূলক ধারণা এবং তদন্ত কমিটি সম্পর্কে আস্থা লোপ ও আনুষঙ্গিক কারণে রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ সব সময় যে কোন অনিয়মের প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করতে চান। কিন্তু সঠিক তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে এবং দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক সময় সেটা সম্ভব হয় না।

সূত্র জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল তদন্ত কমিটি গঠিত হয় বিভিন্ন বিভাগের প্রফেসরদের সমন্বয়ে। এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭২ জন শিক্ষক তদন্ত কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কেউবা একাধিক কমিটির সঙ্গে যুক্ত। তাদের একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত দায়িত্বের জন্য তদন্তে অগ্রগতি হয় না। অন্যদিকে তাঁরা এ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শীও নন। তিনি জানান, যে ২৫টি তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে তারও অনেক কাগজপত্র 'অসম্পূর্ণ' রয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে। এছাড়া অনেক তদন্ত কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বর্তমানে বিদেশে রয়েছেন। আবার কেউবা অবসর নিয়েছেন। তাই কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে যথেষ্ট সময় লাগবে বলে তিনি মনে করেন। তবে কিছু ছোটখাটো তদন্ত রিপোর্ট শীগগীরই প্রকাশিত হবে। কাদের বিরুদ্ধে গঠিত তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের একজন প্রফেসর বলেন, শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা না গ্রহণ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের সময় সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবী করছে। কাজটা বন্ধ থাকছে সাময়িকভাবে, কিন্তু সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে না। এইসব তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। দীর্ঘদিন পর হলেও কর্তৃপক্ষের এ ধরনের উদ্যোগ সন্ত্রাস নির্মূলে অনেকখানি সহায়তা করবে।